JA 777

মহাপুরুষ

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির

Ja 777

III Sanskrit 9095

বিশাখা

(বুদ্ধের প্রধান দায়িকা)

Silalankara Mahasthavira

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির

রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন ও সঙ্ঘশক্তি পত্রিকার ভূতপূর্ব
সম্পাদক ; রাহুল চরিত, অজাতশত্রু, বিমানবত্থু,
ধর্মপদার্থকথা ও বিনয় পারাজিকা
প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক, সঙ্কলক
ও অক্ষর পরিবর্তক কর্তৃক
সঙ্কলিত।

প্রকাশক—
শ্রীযামিনী রঞ্জন বড়ুয়া

প্রকাশিকা—
শ্রীমতী নলীবালা বড়ুয়া
পূর্ব আন্ধারমাণিক, চট্টগ্রাম।

প্রথম সংস্করণ—
প্রবারণা পূর্ণিমা
২৫০৮ বুদ্ধাব্দ
১৩৭১ সাল

প্রচ্ছদপট শিল্পী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী

মুদ্রাকর—
এম, মুসলিম খাঁন
হাবিব প্রিন্টিং প্রেস,
১২, এন্, এ, চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৭৭৮০

গ্রন্থকার কর্তৃক
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্য দেড় টাকা
বাঁধাই দুই টাকা

বিশাখা—

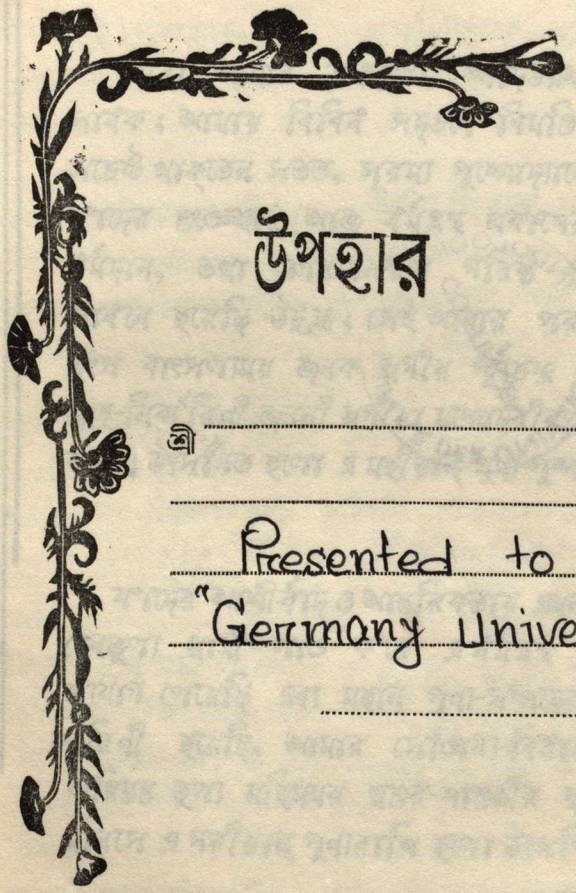

উপহার

শ্রী .....

.....

Presented to

"Germany University"

.....

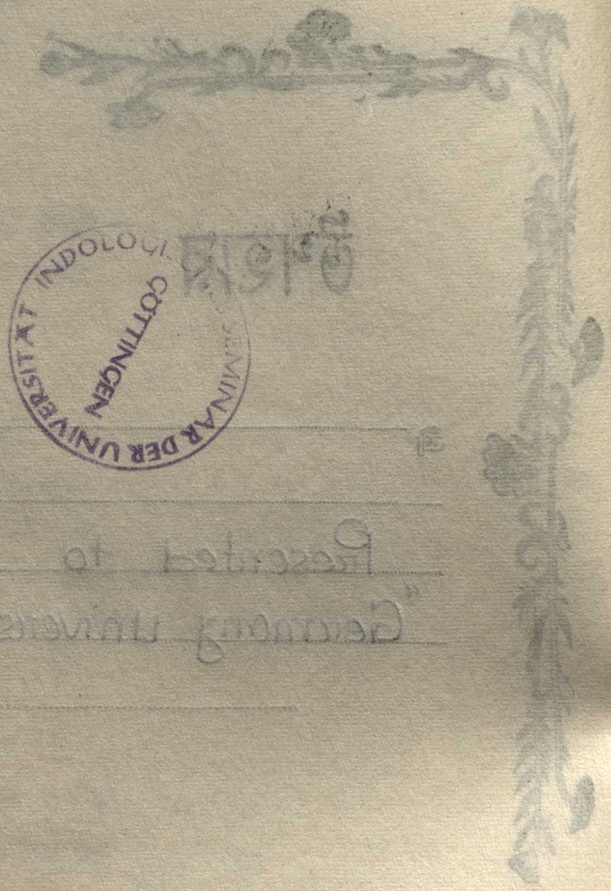
GÖTTINGEN INDOLOGY SEMINAR DER UNIVERSITÄT

উৎসর্গ

যাঁরা আমার ব্রহ্মতুল্য, আদিগুরু, সর্বার্থ সাধক; আমায় বিবিধ সদ্‌গুণে বিমণ্ডিত করতে সচেষ্ট থাকতেন সতত, সুরম্য পুষ্পোদ্যানের মতো; যাঁদের শুভেচ্ছায় আজ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মদান, তথা জ্ঞানদানরূপ গরিষ্ঠ পুণ্যাবদান সাধনে হয়েছি উদ্বুদ্ধ; সেই আমার পরা-শান্তির উৎস বাৎসল্যময় জনক স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া ও স্নেহ-নির্ঝরিণী জননী স্বর্গীয়া মন্দোদরীর পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে উৎসর্গিত হলো এ মহীয়ান্ পুণ্য-পুষ্পমাল্য।

—যামিনী

যাঁদের আশীর্বাদ ও আন্তরিকতায় এমন ধর্মপ্রাণ দেবতুল্য স্বামী লাভ ক'রে এ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি এবং মহান্ পুণ্য-সম্পাদেরও অধিকারিণী হয়েছি, আমার সৌভাগ্য-বিধায়ক সেই অগ্নিগুম্ভ তুল্য মহিমময় শ্বশুর-শাশুড়ীর স্মৃতি-তর্পণ মানসে এ গরীয়ান্ পুণ্যরাশি হলো উৎসর্গিত।

—ননীবালা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির
বৈদ্যপাড়া, শাক্যমুনি বিহার,
পোঃ সারোয়াতলী, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ লোকানন্দ ভিক্ষু
কোটৈরপার (বিহার)
পোঃ জাহাপুর, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির
বোয়ালখালী, দশবল বৌদ্ধ রাজবিহার,
পোঃ দীঘিনালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
পূর্ব পাকিস্তান।

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত স্থবির
পূর্ব সাতবাড়িয়া, রত্নাঙ্কুর বিহার
পোঃ হাজিরপাড়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ ধর্মসেন স্থবির
উনাইনপুরা, লক্ষারাম, পোঃ মৌলবীর
হাট, পটীয়া, চট্টগ্রাম, পূঃ পাঃ

শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির
মুবাছড়ী (বিহার)
পোঃ মহালছড়ী, পার্বত্য চট্টগ্রাম,
পূর্ব পাকিস্তান।

শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী
বড়ুয়া আর্ট ষ্টুডিও,
৮৬, জুবিলী রোড, সদর চট্টগ্রাম।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বড়ুয়া
সওদাগর, মাইছছড়ী বাজার,
পোঃ মাইছছড়ী,
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

শ্রীবিধুভূষণ বড়ুয়া (মার্চেন্ট)
আছদগঞ্জ, লামার বাজার,
সদর চট্টগ্রাম।

শ্রীভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া
ম্যানেজার ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী,
পোঃ তবলছড়ী, রাঙ্গামাটি।

নিবেদন

সংসার-কান্তারের দুর্গম-পথে আমি এক দীন-হীন পথিক। চল্‌ছি দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যদিয়ে অতি সন্তর্পণে। শৈশবে হারিয়েছি স্নেহ-নির্ঝর পিতাকে, স্নেহ-মন্দাকিনী মাতাকে হারিয়েছি কৈশোরে। ধন-রত্নপূর্ণ এ বিশাল ধরিত্রীতে আমি হলাম তখন সর্বহারা নিঃস্ব বালক। যেদিকে চাই, সেদিকেই শূন্য। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আমার সব আশা হলো নির্মূল, বিদ্যার্জনের মূলে হলো কুঠারাঘাত। অচিরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম বিদ্যালয়, যদিও ছিলাম খুব মেধাবী ছাত্র। আমি হলাম মহা-সমুদ্রে অনির্দিষ্ট ভেলার মতো। অনেক ঘুরা-ফেরার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলো এক দোকানে চাকুরী ক'রে। এতে তৃপ্তি লাভ করতে না পেরে, আত্মনিয়োগ করলাম স্বাধীন এক ব্যবসায়ে, অতি সাধারণ-ভাবে।

সুখে হোক্ বা দুঃখে হোক্, দিন চলে যায়। আমার দুঃখের দিনও চল্‌তে লাগ্‌লো অনুক্রমে। এক সময় আমার নিঃসঙ্গ জীবনে এসে মিলিত হলো সম্পূর্ণ এক অপরিচিতা মহিলা। ইহা নিশ্চয়ই নিয়তির বিধান, জন্মান্তরের কর্মবন্ধন। এ রমণী ধর্মপত্নীরূপে বরিত হয়ে, ধীরে অধিকার ক'রে বসলো অর্ধাঙ্গিনীর স্থান; আমার সুখে দুঃখে হলো সমভাগিনী। আমার কর্ম ও ধর্মজীবনের হলো প্রধান সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী। ওর সরলতা, উদারতা ও ধর্মপ্রাণতায় প্রীত ও বিমুগ্ধ হলাম আমি। প্রভাতের অবস্থা দেখে দিনের অবস্থা যেমন বুঝা যায়, সেরূপ আমিও উপলব্ধি করলাম আমাদের ভাবী জীবন-ধারার গতি-বিধি। আমার জীবন-চক্র বিবর্তন ক'রে দিলো মদীয় শান্তিদায়িনী কল্যাণী। আমার ঊষর-জীবন হলো সরস, সজীব ও সুখময়। এমন মনোময়ী সহযাত্রিনীর সংস্পর্শে

আমার শোভন-চৈতসিক হলো সমুন্নত। ওর উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমার ধর্মায়ন হলো প্রীতিময় ও সহজগম্য। ধর্ম সাধনে তাকেও দিয়েছি আমি পূর্ণ-স্বাধীনতা।

তারপর আমাদের জীবনে অপর এক শুভ অধ্যায়ের সূচনা হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত বোয়ালখালীর দশবল (চাক্‌মা) রাজবিহারের অধ্যক্ষ ও পালিটোলের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ কল্যাণগুরু শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির মহোদয় এক শুভক্ষণে আমাদের নিকট এ পুস্তকটি প্রকাশ করার ব্যয়ভার নির্বাহার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন পুণ্য-শ্লোকা বিশাখার পুণ্য-পূত জীবন-কাহিনী। স্থবির মহোদয়ের প্রাণস্পর্শী-বাণী আমাদের উদ্দীপ্ত ক'রে তুল্‌লো। তখন আমার স্ত্রী উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লো—"বেশ, ধন্য মেয়ে, কী পুণ্যবতী বিশাখা! তিনিও নারী, আর আম্‌রাও নারী; কতো পার্থক্য! প্রত্যেক মহিলারই প্রয়োজন, এমন পুণ্যবতী রমণীর জীবন-বৃত্তান্ত জেনে রাখা।" এ বলে সে আমাকে অনুরোধ করতে লাগ্‌লো, এ পুস্তকটি যেন প্রকাশ করে দিই। আমার স্ত্রীর একান্ত আগ্রহের সঙ্গে আমার সদিচ্ছাও মিলে গেলো। মণি-কাঞ্চনে হলো সংযোগ। সুতরাং আম্‌রা সানন্দে এতে স্বীকৃতি দান করলাম। আম্‌রা জানি—**'ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি'** ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। আরও জ্ঞাত হলাম—ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনে সঞ্চিত হয়—ধর্মদান ও প্রজ্ঞাদানের গরিষ্ঠপুণ্য। তৎপ্রভাবে হয়—সর্বার্থসিদ্ধ, লব্ধ হয় মহীয়সী প্রজ্ঞা। যে' প্রজ্ঞাস্ত্রে ছিন্ন হয় তৃষ্ণাজাল। অহোঃ, তৃষ্ণা-মুক্তির কী সুন্দর উপায়। যতই চিন্তা করি ইহা, ততই অন্তর হয় উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত ও উৎসাহিত।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ও জ্ঞানশ্রী স্থবির মহোদয়দ্বয়ের সৌজন্যে ও অনুগ্রহে আম্‌রা লাভ করলাম এমন মহিমাব্যঞ্জক পুণ্য-সম্পাদের অধিকারী হবার

অপূর্ব সুযোগ। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এতে আম্‌রা কৃতার্থ ও উপকৃত হয়েছি অপরিসীম। তাঁরাই আমাদের কল্যাণকর নিয়ামক। তাঁ'দের এ ঋণ অপরিশোধ্য।

আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী দিঘীনালা হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয় এ বিষয়ে আমাদিগ্‌কে উৎসাহিত ক'রে কল্যাণমিত্রের কাজই করেছেন, তজ্জন্য তাঁর নিকট আম্‌রা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

এ ক্ষেত্রে আমাদের যৎসামান্য যা' শ্রদ্ধাদান, তা' **ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড** উদ্দেশ্যেই নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত হলো। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা—পুস্তক-বিক্রিলব্ধ অর্থ উক্ত 'বোর্ড' ফণ্ডে সঞ্চিত হোক্ এবং নিয়োজিত হোক্ সদ্ধর্ম-প্রচারে। পাঠক-পাঠিকারা এ পুস্তক পড়ে সামান্যও জ্ঞান লাভ করলে, মনে করবো আমাদের নশ্বর-জীবন পরমার্থে পর্য্যবসিত হয়েছে। জগতের প্রত্যেক প্রাণীকে দান করছি এ অপ্রমেয় পুণ্য। সকল প্রাণী সুখী হোক্। এ মহান্ পুণ্য আমাদের ভব-দুঃখ নিরসনের হেতু হোক্। ইতি—

পূর্ব আন্ধারমাণিক,
চট্টগ্রাম।
২৩। ৮। ৬৪ ইং

প্রকাশক
ও
প্রকাশিকা

মুখবন্ধ

পুণ্যপুরুষ গৌতমবুদ্ধের প্রধান দায়িকা, উপাসিকা ও আর্য্যশ্রাবিকা ছিলেন 'বিশাখা'। তাঁর জীবন-ইতিহাস বড়ো প্রীতিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী ও আদর্শস্থানীয়। তাঁর চরিত্র ছিলো অতি পবিত্র, মনোজ্ঞ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত। মগধের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যে ভদ্রিয় নগরে অগাধ বিত্তশালী অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ইনি ধনকুবের মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পৌত্রী ও ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা। ইনি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রথম বুদ্ধদর্শনে এবং তাঁর ধর্মবাণী শ্রবণে উপলব্ধি করেছিলেন চার আর্য্যসত্য, সাক্ষাৎ করেছিলেন স্রোতাপত্তি ফল, যা' নিরোধের প্রথম স্তর। গভীর প্রজ্ঞা না থাক্‌লে আর্য্যসত্য উপলব্ধি করা, তথা স্রোতাপত্তিফল লাভ করা সম্ভব নয়। আশ্চর্য্যের বিষয়—সাত বছরের বালিকা বিশাখার এ কেমন প্রজ্ঞা!

তাঁর প্রখর-জ্ঞান ও বিচারশক্তি প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর প্রত্যেক কাজে, কথায় ও আচরণে। যে কোনও বিষয় উপলব্ধি করতেন তিনি সূক্ষ্ম-তত্ত্বের মাধ্যমে। পিতৃপ্রদত্ত দশটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন সম্যক্, সুন্দর ও বিস্তৃতভাবে। যা' শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী বিপরীত বুঝে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং অনর্থের সূচনা করেছিলেন। দান না দেবার ইচ্ছায় শ্বশুর ভিক্ষার্থী ভিক্ষুকে দেখেও, না দেখার মতো হয়ে খাচ্ছেন দেখে বিশাখা বলেছিলেন—'আমার শ্বশুর বাসি খাচ্ছেন।' এ কথার মধ্যেও রয়েছে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, যা' মিগার শ্রেষ্ঠীর জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। সে' তত্ত্বও উদ্‌ঘাটন করেছিলেন বিশাখা বিচারকদের সম্মুখে! সত্যধর্মের কোনও অমর্য্যাদাকর কিছু দেখ্‌লে, তিনি বড়ো দুঃখিত হতেন এবং তখনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে এর প্রতিবাদ ক'রে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। প্রথমাবস্থায় শ্বশুরের সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ের মতানৈক্য ঘট্‌লেও, পরে

কিন্তু শ্বশুর সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন আপন ভুল-ভ্রান্তি। শ্রেষ্ঠী ধর্মজ্ঞান লাভের পর গুণ-মুগ্ধ হয়ে পুত্রবধূ বিশাখাকে ধর্মমাতারূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

স্রোতাপন্না বিশাখার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী সম্বুদ্ধের ধর্মশুনে যখন স্রোতাপন্ন হলেন, তখন তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করলেন, পুত্রবধূ তাঁর কেমন উপকারিণী। গর্ভধারিণী মাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করলেন বিশাখাকে। কারণ, স্রোতাপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চার অপায়দ্বার হলো চিররুদ্ধ, সীমাবদ্ধ হলো জন্ম-মৃত্যু, সর্বশেষ সপ্তম জন্মই নির্বাণ প্রাপ্তি ধর্মতঃ নিয়ম, আর্য্য-ক্ষেত্রে নূতন জন্ম ও জাগতিক দুঃখ-মুক্তির উপায় করে দিলেন বিশাখা। তাই তিনি বিশাখার প্রতি এতই প্রসন্ন হলেন যে, তা' বর্ণনাতীত। স্রোতাপন্ন হয়ে তাঁর অন্তরে এমন অফুরন্ত আনন্দধারা প্রবাহিত হলো যে, এর আতিশয্যে তিনি দ্রুত এসে বিশাখার স্তন মুখে নিয়ে "মা, মা, আজ থেকে তুমিই আমার মা হলে" এ বলে উচ্ছ্বাস পূর্ণ উদানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। 'পুত্রবধূর স্তন মুখে নেওয়া' সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিসদৃশ ঠেক্‌তে পারে। মার্গ ও ফলজ্ঞানহীন সৎকায়দৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর। স্রোতাপন্ন এর বহু উর্ধ্বে। তাঁদের চিত্তভাব পৃথগ্‌জনের উপলব্ধির বিষয় নয়। এমন দুঃখান্তকারী-অমৃতদায়িনী বিশাখাকে শ্রেষ্ঠ মাতারূপে বরণ করা এবং তাঁর স্তন মুখে নেওয়া স্রোতাপন্ন মিগার শ্রেষ্ঠীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। লোকোত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লে, বিশাখাই শ্রেষ্ঠীর প্রকৃত বা শ্রেষ্ঠ মাতার কাজ করেছেন। ধর্মপদার্থকথায় উল্লেখ আছে—"মিগার সেট্‌ঠি……গন্ত্বা সুণ্‌হায থনং মুখেন গহেত্বা 'ত্বং মে অজ্জ পট্‌ঠায় মাতা'তি…" মিগার শ্রেষ্ঠী…গিয়ে পুত্রবধূর স্তন মুখে নিয়ে বল্‌লেন—'তুমি আজ থেকে আমার মাতা…"

বিশাখা যে মহাপুণ্যবতী, এর সাক্ষ্য দিচ্ছিলো—তাঁর দেহের পুণ্য-

লক্ষণ, সুখ-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য্য, রূপশ্রীর মাধুর্য্য, অঙ্গসৌষ্ঠব, চির-যৌবন, নীরোগ, অটুট-স্বাস্থ্য, শারীরিক শক্তি ও জন-বহুল পরিবার। বিস্ময়ের বিষয়, পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করতেন তিনি! রক্তের সম্বন্ধ স্বজন ছিলো তাঁর বিদ্যমানে ৮৪২০ জন। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ১১১০ জনের মধ্যে কারও অকাল-মৃত্যু হয় নি। সকলেই ছিলেন নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান। বধূও মনে হয় ১১১০টি ছিলো। এ মহাপরিবারের সবাই ছিলেন সুখী, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান ছিলো ঐক্য ও সখ্যভাব, যেন একমন-একপ্রাণ, এক বৃন্তে এক-বর্ণের পুষ্প-স্তবকের মতো।

তিনি ছিলেন অসাধারণ ভাগ্যবতী ও ত্যাগবতী। তাঁর অপার ঐশ্বর্য্য, দানেও ছিলেন মুক্তহস্ত। অসাধারণ দান-মহিমাই তাঁকে রেখেছেন অমর ক'রে। অকাতরে দান ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর অতি প্রিয় ও গৌরবের মহামূল্য জগৎ-দুর্লভ মহালতা প্রসাধন। সাতাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে নির্মাণ করায়েছিলেন পূর্বারাম নামক বিহার। তাঁর অসামান্য দান-মহিমা শুনে বর্তমান জগৎ হচ্ছে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। বিশাখার অলোক-সামান্য সদ্‌গুণাবলী অনুসরণ করা প্রত্যেকেরই একান্ত প্রয়োজন।

বিশাখার জীবন-বৃত্তান্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে রয়েছে বিক্ষিপ্তাবস্থায়। তা' চয়ন করতে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে— ধর্মপদার্থকথা, মনোরথ পূরণী, অঙ্গুত্তর নিকায়, বিনয় মহাবর্গ, জাতক, বিমানবত্থু ও তদর্থকথায়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন, তথা মিশন-প্রেসে বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকা কালীন ইহার পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করেছিলাম। কিন্তু, নানা প্রকার বিঘ্ন-বিপদের দরুণ পুস্তকটি যন্ত্রস্থ করতে পারিনি। রেঙ্গুনস্থ চট্টল বৌদ্ধ সমিতিই এর জন্য একমাত্র দায়ী। মিশন-প্রেসের স্বত্ব দাবী ক'রে সমিতি অপ্রীতিকর গোলমালের সৃষ্টি করে এবং হাইকোর্টে মোকর্দমা দায়ের করে। অবশ্য এ বিষয় কারো অবিদিত নেই। ১৯৪১ ইং, ২৬শে

ফেব্রুয়ারী মোকর্দমা চূড়ান্ত হয়। জয়ী হলো মিশন-কমিটি। প্রেস স্থানান্তরিত করা হয়, নিয়ে আসা হয় রেঙ্গুনের বুকে লুইস্ ষ্ট্রীটে। কাজ আবার পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়।

তদনন্তর আমি অনিবার্য্য কারণে ২১।৫।৪১ ইং তারিখে চট্টলাভি-মুখে যাত্রা করি। তখন চল্‌ছিলো বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ। আমি চট্টলে আসার ছ'মাস পরে মিশন-প্রেসে বোমা প'ড়ে নিরবশেষ ধ্বংস হয়ে গেলো যাবতীয় মিশন-সম্পদ। সে' সঙ্গে বিদীর্ণ হয়ে গেলো যেন মিশন-কর্মীদের হৃদয়ও। মর্মন্তুদ-দুঃখে হলো নিপীড়িত, উৎসাহ-উদ্যম হলো অন্তর্হিত। সে' হতে আজ তেইশ বৎসর যাবৎ পেটিকাবদ্ধ হয়ে রইলো এর পাণ্ডুলিপি।

জগৎ পরিবর্তনশীল। প্রহেলিকাময় কাল-প্রবাহ। যথা তমিস্রা রজনীর অবসানে হয় আলোকোজ্জ্বল দিবার আবির্ভাব, তথা কালের বিবর্তনে বিশাখারও আজ অদৃষ্টলিপি হলো বিবর্তিত। অন্ধকারার রুদ্ধদ্বার হলো উদ্‌ঘাটিত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে এলো আলোকোজ্জ্বল জগতে এ সুদীর্ঘদিন পরে, তার জীবনের মোহন-সন্দেশ বিলাতে, মর্মবাণী শুনাতে, প্রাণে শিহরণ জাগাতে।

শৈল-কিরীটিনী সরিৎ-মেখলা পার্বত্য চট্টলার মায়ানী, বোয়ালখালীর সুরম্য দশবল বৌদ্ধ রাজবিহারের অধ্যক্ষ সমাজ-দরদী, জিনশাসন-হিতৈষী উদারপ্রাণ পরম স্নেহ ও প্রীতিভাজন শ্রীমান জ্ঞানশ্রী স্থবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ জগৎ-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলো বেদনা-বিধুর বিশাখা। শ্রীমান এক শুভ-ক্ষণে দেশনা-বিলাসের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় আলোক-বর্তিকা জেলে দিয়েছিলো প্রকাশকের অন্তরে। যার প্রভাবে আজ তেইশ বৎসরের পোষিত আশাতরু হলো ফল-পুষ্পে সুশোভিত। তাই আজ বিশাখা হাস্‌ছে মনানন্দে। শুভেচ্ছা জানায়ে হাসির লহরী তরঙ্গায়িত

হচ্ছে অন্তরীক্ষে, দিক্-দিগন্তে। আমিও হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে করছি আশীর্বাদ—শ্রীমানের ভবিষ্যৎ হয় যেন গৌরবোজ্জ্বল।

'আন্ধার মাণিক' নিবাসী উদারচেতাঃ ধর্মপ্রাণ সওদাগর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রদ্ধাবতী শ্রীমতী ননীবালা বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে পুস্তকটি সহসা প্রকাশিত হলো। বলাবাহুল্য, তাঁদের এই বদান্যতা বৌদ্ধ-শাসনের, তথা সমাজের মহদুপকার সাধন করলো। এ উদারতা গুণেই হয়েছেন তাঁরা বাঙ্গলা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। আশীর্বাদ করছি তাঁদের কল্যাণ হোক্, ফলবতী হোক্ বাসনা এবং ধর্মদান ও জ্ঞানদানের প্রভাবে হোক্ সর্বার্থসিদ্ধ, লব্ধ হোক্ অনন্তসাধারণ প্রজ্ঞা-সম্পদ।

বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া নিবাসী নর্য্যাল পাশ প্রবীণ-পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনী মোহন বড়ুয়া এর পাণ্ডুলিপির আদ্যন্ত অতি যত্ন সহকারে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি ক'রে সহসা মুদ্রণের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর উৎসাহ ও আন্তরিকতা আমার সাধনা সিদ্ধির হয়েছে উপাদান। তাই তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, তিনি মহাজ্ঞানী হোন্ এবং তাঁর জীবন হোক্ কল্যাণময়, এটাই আমার আশীর্বাদ।

চট্টগ্রাম সহরের কাজিম আলী হাই স্কুলের নিপুণ শিক্ষক শ্রীযুত নীলাম্বর বড়ুয়া বি-এড এবং কলেজিয়েট স্কুলের প্রবীণ-শিক্ষক শ্রীযুত ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া বি-এ, পালি সূত্র-বিশারদ মহোদয়দ্বয় অতি যত্ন ও ধৈর্য্য সহকারে সমগ্র পুস্তকখানার প্রুফ সংশোধন ক'রে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ভূপতি বাবু ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলিনী বড়ুয়ার উদারতা ও ধর্ম-প্রাণতা বহুমুখী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছি। তাঁদের অমায়িকতা প্রশংসার্হ। আশীর্বাদ করছি তাঁরা প্রজ্ঞার অধিকারী হোন্।

করল নিবাসী চিত্র-শিল্পী শ্রীযুত চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী মহোদয় পুস্তকের প্রচ্ছদপট অঙ্কন ক'রে দিয়ে এবং উৎসাহ ও সাহায্য দানে আমায় অনুপ্রাণিত করেছেন, তাই তিনি হয়েছেন কৃতজ্ঞতা ভাজন। কামনা করছি তাঁর শ্রীবৃদ্ধি। রাউজান নিবাসী শ্রীযুত কিরণ বিকাশ বড়ুয়া প্রচ্ছদপটের ব্লক প্রস্তুত করেছেন, এতে তাঁর উদারতার নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় আংশিক ত্যাগ ক'রে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বিনাজুরী নিবাসী শ্রীযুত কুমুদ বন্ধু বড়ুয়া, শ্রীযুত সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বি-এ, চট্টল সদর পোষ্ট অফিসের অফিসার শ্রীযুত রথীন্দ্রলাল বড়ুয়া বি-এ, কর্তালা নিবাসী ফরেষ্ট রেইন্‌জার শ্রীযুত বিনয় ভূষণ বড়ুয়া, শাকপুরা নিবাসী শ্রীযুত বুদ্ধানন্দ বড়ুয়া, বৈদ্যপাড়া নিবাসী পেস্কার শ্রীযুত উপেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয়গণ বহু বিষয়ে সাহায্য ক'রে এ পুস্তক সম্বন্ধীয় কার্য্যকে সহজ ও সুগম ক'রে দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁরাও হয়েছেন কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

হাবিব প্রিন্টিং প্রেসের পরিচালকবৃন্দের সৌজন্য ও কর্মকুশলতা মুদ্রণ কার্য্যকে করেছে সুন্দর ও ত্বরান্বিত, তাই তাঁদিগকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রশস্তি।

১৯৬৪ ইং, ১৩৭১ বাংলা ও ২৫০৮ বুদ্ধাব্দের ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে **'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড'** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রচ্ছদপটে যে' ছাপ বা প্রত্যয়করণ মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে, এটাই এর নিদর্শন। এর প্রতিষ্ঠাতা মাত্র দু'জন—শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির ও আমি। এ প্রচার বোর্ডের তহবিল থেকে ত্রিপিটকের অন্তর্গত জনহিতকর ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রচার করাই এ বোর্ডের উদ্দেশ্য। 'বিশাখা'দি পুস্তক বিক্রীত অর্থ এ তহবিলেই সঞ্চিত হবে। বহুল প্রচার মানসে যতদূর সম্ভব পুস্তকের স্বল্প মূল্যই নির্দ্ধারণ করা যাবে। উদার,

নিঃস্বার্থ ও ধর্মপ্রাণ সজ্জনদিগ্‌কে এ প্রচার বোর্ডের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে সদ্ধর্ম বৎসল যামিনী বাবুর মতো ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা সাদরাহ্বান জানাচ্ছি।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অভ্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এ ত্রুটি গ্রহণ না ক'রে সংশোধন ক'রে নেবেন। এ পুস্তক পাঠে জনসাধারণ সামান্যও যদি উপকৃত হন্, তা'তেও সার্থক মনে করবো আমার পরিশ্রম।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই
১৯৬৪ ইং, ২৫০৮ বুঃ

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির
শাক্যমুনি বিহার
বৈদ্যপাড়া, (বোয়ালখালী),
চট্টগ্রাম।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	৯	গৌরব অন্তরে	গৌরবান্তরে
২৭	১৩	চতুর্পার্শ্বে	চতুঃপার্শ্বে
৮১	৪	অসন্দি	অসন্দিগ্ধ
৯০	৩	ভক্ষুদের	ভিক্ষুদের
১২৮	৫	উচ্চ শয়নম ও হাশয়ন	উচ্চ শয়ন ও মহাশয়ন
১৫২	৫	যথোচ্ছিত	যথেচ্ছিত

বিশাখা

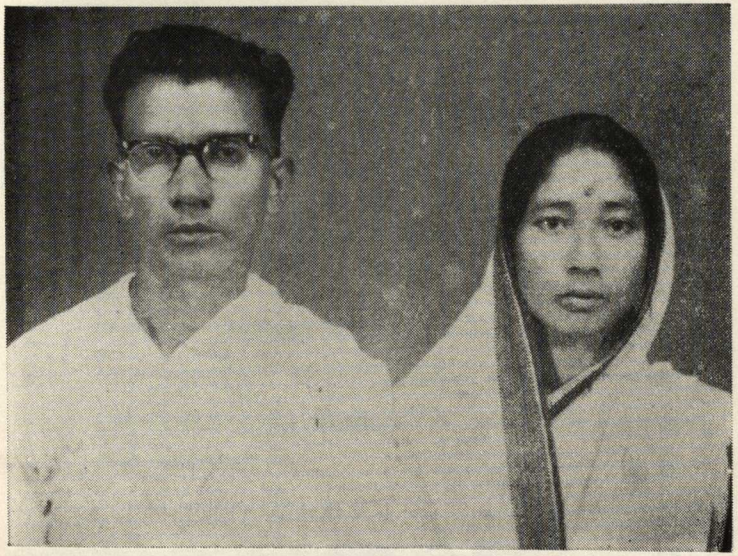

প্রকাশক—
শ্রীযুক্ত যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া

প্রকাশিকা—
শ্রীমতী ননীবালা বড়ুয়া